প্রথম আলো

তারিখ 6 JAN 2013
পৃষ্ঠা কলাম

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

দীর্ঘদিনের ক্ষোভ থেকে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ

গাজীউল হক, কুমিল্লা ●

খাবারের দাম, ইজিবাইকের ভাড়া, শিক্ষার্থীদের মারধর, হয়রানিসহ নানা কারণে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকাবাসীর ওপর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ ছিল। গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী সালমানপুর গ্রামে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ শিক্ষার্থীদের সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

শুক্রবারের ঘটনায় গতকাল শনিবার উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এখনো থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনের খাবারের দোকানগুলোতে প্রতিটি ডিমের দাম ২০ টাকা, সবজি প্রতি প্লেট ৩০ টাকা, এক খণ্ড মুরগির মাংসে ৭০ টাকা ও গরুর মাংসে প্রতি প্লেট ৮০ টাকা নেওয়া হয়। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে কোটবাড়ি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট মোড় পর্যন্ত ইজিবাইকে জনপ্রতি ১০ টাকা ভাড়া নেওয়া হয়। সালমানপুর গ্রামের কিছু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে এসব ব্যবসা চালান। তাঁদের কাছে শিক্ষার্থীরা জিম্মি। শিক্ষার্থীরা দাম কমাতে বললে তাঁদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করা হয়। অনেক সময় গ্রামবাসীর হাতে মারধরের শিকার হন তাঁরা।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের বর্তমান আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমানের বাড়ি সালমানপুর গ্রামে। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমার গ্রামেরই কিছু বখাটের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষার্থী বিভিন্ন সময়ে মারধরের শিকার হয়েছেন। দেড় বছর আগে অর্থনীতি প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী গিয়াসুল আলম, দুই বছর আগে নৃবিজ্ঞান চতুর্থ ব্যাচের শিক্ষার্থী খায়রুল ইসলাম, এক বছর আগে বাংলা চতুর্থ ব্যাচের শিক্ষার্থী মিল্টন এবং তিন মাস আগে ইংরেজি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আফজাল সাদিক মারধরের শিকার হন।'

২০০৭ সালের ২৮ মে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার বিজয়পুর ইউনিয়নের সালমানপুর গ্রামের পাহাড়ি এলাকায়। ৫০ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে সাড়ে তিন হাজার শিক্ষার্থীর পাশাপাশি রয়েছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি ছাত্র হল, একটি ছাত্রী হল ও একটি শিক্ষক ডরমিটরি রয়েছে।

জেলা শহর থেকে অনেক দূরে হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যরা বাধ্য হয়েই খাবারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী কিনতে সালমানপুর গ্রামের দোকানপাটে যান। আর সেখানে গেলেই ঘটে নানা বিপত্তি। নবাব ফয়জুন্নেছা ছাত্রী হলের অন্তত ১০ শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোর* কাছে অভিযোগ করেন, দোকানে কোনো জিনিস কিনতে গেলে গ্রামের লোকজন কটূক্তি করেন। ছাত্রীদের আত্মীয়স্বজন দেখা করতে গেলে তাঁরা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার ও অঙ্গভঙ্গি করেন। এমনকি ছাত্রীদের ব্যাগ নিয়ে টানাটানি ও মুঠোফোন ছিনিয়ে নেওয়ার একাধিক ঘটনাও ঘটেছে।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমির হোসেন খানের সঙ্গে গতকাল মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তবে তিনি ফোন ধরেননি।